দৈনিক বাংলা

3

তারিখ 06 FEB 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক বাংলা

ঢাকা: শুক্রবার, ২৩শে মাঘ, ১৩৯৩: ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭

কিন্ডারগার্টেন নিয়ে সমস্যা

প্রাথমিক শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে যে সব জটিলতা ও সমস্যা বর্তমান তার অনেকটাই কিন্ডারগার্টেন নামে পরিচিত এক ধরনের স্কুলের অস্তিত্বের পরিণতি। বৃটিশ ঔপনিবেশিক আমলে ইংরেজী শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি অতি অনুরক্ত এক শ্রেণীর লোক উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে বড় শহরগুলোতে এই ধরনের স্কুল প্রতিষ্ঠা করে এবং ঐ শ্রেণীর লোকই তাদের সন্তানদের ঐসব স্কুলে পাঠায়। কিন্তু ঐসব স্কুলে যতটা না স্কুলশিক্ষার ব্যবস্থা আছে তার চাইতেও বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে ফ্যাশান সর্বস্বতার দিকে।

পাকিস্তান আমলেও ঐ ধরনের স্কুল ছিল অনেকগুলো। স্বাধীনতার পরও একদিকে যেমন কে জি স্কুল স্থাপনের প্রবণতা বেড়েছে তেমনই বেড়েছে সেখানে সন্তানদের ভর্তি করানোর ব্যাপারে অভিভাবকদের মোহ। রাজধানী ঢাকা শহরে ফি বছরই ব্যাঙ-এর ছাতার মতো অসংখ্য কে জি স্কুল গজিয়ে উঠছে। সাধারণ-সরকারী, বেসরকারী স্কুল বা প্রাথমিক স্কুলগুলোর মতো আদলে এগুলো গড়ে তোলা হয় না। কারণ কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলো স্থাপিত হয় ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে। অর্থাৎ কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলো হচ্ছে চা-নুন চা কিংবা চিনির ব্যাবসায়ের মতোই।

অতএব যারা কিন্ডারগার্টেন স্কুল দিয়ে বসেছেন তারা তাদের বিদ্যালয়টিকে ব্যবহার করছেন বিপণী হিসেবে—স্কুল হিসেবে নয়। তারা শিক্ষার বেসাতি করছেন—বলাবাহুল্য অত্যন্ত উচ্চমূল্যে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মূল্য অনুযায়ী শিক্ষা দেয়া হয় না। তা সম্ভবও নয়। মুনাফা যেখানে লক্ষ্য সেখানে আর যাই হোক শিক্ষার কোন স্থান থাকতে পারে না। ঐসব স্কুলের একটা বিরাট অংশের সাথে দেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের কোন সম্পর্কও নেই। শিক্ষাক্রমে এমন এমন সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যার সাথে আমাদের সমাজ সংস্কৃতি সম্পর্কহীন। সেফ মুনাফার তাগিদে গড়ে উঠা এসব স্কুলগুলোর অনেকগুলোতেই আসা-যাওয়ার সবন্দোবস্ত নেই; খেলার মাঠের তো প্রশ্নই উঠে না। কোন কোন স্কুলের ক্লাস রুম রীতিমতো অস্বাস্থ্যকর। গ্যারেজে ক্লাস নেয়া হয় অনেক স্কুলেই। তা সত্ত্বেও এই ব্যবসা রমরমা।

এই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে কে জি স্কুল সম্পর্কে জনমনে নানা অভিযোগ রয়েছে। এসব স্কুলের ক্ষতিকর দিকটা নিয়ে বিশেষজ্ঞ মহল বিভিন্ন সময় তাদের বক্তব্য দিয়েছেন। বিভিন্ন মহল সমালোচনা করেছেন। কিন্তু কে জি স্কুল তাতে কর্ণপাত করেনি। বরং সংখ্যা বেড়েছে। জেলা শহরগুলোতেও ব্যাঙ-এর ছাতার মতো কে জি স্কুল গজিয়ে উঠছে একের পর এক। আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে জটিলতা রয়েছে; বৈষম্যও তীব্রতর হচ্ছে। সুতরাং এ বিষয়ে সরকারী ব্যবস্থা অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল এবং দেরীতে হলেও এদিকে সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী জনাব মহববুর রহমান জাতীয় সংসদে জানিয়েছেন যে কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলোকে সরকারী স্বীকৃতি নিতে হবে এবং নির্ধারিত পাঠক্রম গ্রহণ করতে হবে। স্কুলগুলোর শিক্ষার মান সঠিক পর্যায়ে আছে কিনা এবং সেখানে দেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য অনুসারে পড়াশোনা হচ্ছে কিনা তা জরিপ করে দেখার সিদ্ধান্তও নেয়া হয়েছে বলে মন্ত্রী জানিয়েছেন।

আমরা সরকারের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই। আমাদের মতে দেশের সকল কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলোতে সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কঠোর নিয়ন্ত্রণে ও তত্ত্বাবধানে আনা প্রয়োজন। একটি স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য যে সামগ্রিক পরিবেশ প্রয়োজন, যে সব সরঞ্জাম দরকার, আবশ্যক যে ধরনের শিক্ষক একমাত্র সেগুলো যথাযথভাবে থাকলে তবেই যেন কে জি স্কুলকে স্বীকৃতি দেয়া হয়। আর কোন অবস্থাতেই যাতে কে জি স্কুল মুনাফা লোটার উৎসে পরিণত না হয় তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। এ ব্যাপারে গৃহীত সরকারী সিদ্ধান্ত অচিরেই বাস্তবায়ন হোক—এটাই আমাদের কামনা।